প্রথম আলো

তারিখ 2 5 JUL 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কম পাবে!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

এত দিন গণমাধ্যমে খবর হতো, জিপিএ-৫ পেয়েও কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবেন না অনেক শিক্ষার্থী। এবার উল্টো চিত্র। এক ধাক্কায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী ২০ হাজার ৩০৭ জন কমায় অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কম পাবে। বিশেষ করে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়গুলোতে এটা হবে; বরং সাধারণ মানের ফল নিয়েও ভর্তি হওয়া যাবে।

এবারের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসন পর্যালোচনায় এই চিত্র উঠে এসেছে। এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পাস করেছেন ৮ লাখ ১ হাজার ৭১১ জন পরীক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একজন অতিরিক্ত পরিচালক *প্রথম আলো*কে বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেলসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিযোগ্য আসন আছে প্রায় সাড়ে আট লাখ। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য অধিভুক্ত কলেজগুলোতে স্নাতক (সম্মান) ও পাস কোর্সে আসন প্রায় সাড়ে চার লাখ। এই হিসাব বলছে, পাস করা শিক্ষার্থীরা কোনো না কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন; বরং আসন খালি থাকবে। এমনকি এবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জিপিএ-৫ ছাড়াই সাধারণ মানের ফল নিয়ে সহজে ভর্তি হওয়া যাবে।

> **উচ্চশিক্ষায় ভর্তির চিত্র**
>
> সমস্যাটি হবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়গুলোতে। এবার মানবিকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৭২৬ জন

ইউজিসির ওই কর্মকর্তা বলেন, সরকার ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিলেও শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে ৩৭টি। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বুয়েটসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন আছে ৫২ হাজারের কিছু বেশি। সরকারি ৩০টি মেডিকেলে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তিযোগ্য আছে ৩ হাজার ২৬২টি আসন। বেসরকারি ৬৫টি মেডিকেল কলেজে আসন প্রায় ৬ হাজার। ডেন্টাল কলেজগুলোতে আছে আরও কয়েক শ আসন। অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল মিলিয়ে আসন আছে ৬২ থেকে ৬৩ হাজার। অথচ এবার ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন। তাই এসব প্রতিষ্ঠানে যত আসন আছে, তার প্রায় অর্ধেক এবার জিপিএ-৫ ছাড়াই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। তবে মেডিকেলে ঠিকই প্রতিযোগিতা হবে। কারণ, আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন শুধু বিজ্ঞানে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৮ হাজার ৯৩৫ জন। তাঁদের বড় একটি অংশই মেডিকেলে ভর্তির চেষ্টা করবে।

সমস্যাটি হবে মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। আরও স্পষ্ট করে বললে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়গুলোতে। এবার আট বোর্ডে মানবিক শাখায় জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৭২৬ জন। মাদ্রাসায় পেয়েছেন ১ হাজার ৮১৫ জন। তবে বিষয় জটিলতায় মাদ্রাসার সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিষয়ে ভর্তি হতে পারেন না। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের অধীনে আসন আছে প্রায় ২ হাজার ৩০০। মানবিকের শিক্ষার্থীদের প্রথম লক্ষ্য থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। সব মিলিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন সাড়ে ছয় হাজারের কিছু বেশি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন আছে ২ হাজার ১০০ থেকে ২ হাজার ৩০০-এর মধ্যে। এর মধ্যে মানবিকের বিষয়গুলোতে আসন আছে সাড়ে ৫০০-এর মতো।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, একমাত্র জিপিএ-৫ মেধার স্বাক্ষর বহন করে না। একজন শিক্ষার্থীর ভাষার ওপর দক্ষতা কত, সমাজ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কেমন, বিষয়ের প্রতি গভীরতা কেমন ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে জিপিএ-৫ পেয়ে ইংরেজিতে ভর্তি হয়ে অনেকে ভালোভাবে ইংরেজিতে দুটো বাক্য লিখতে পারে না। তাই জিপিএ-৫ বড় কথা নয়, একজন শিক্ষার্থী মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করল কি না, সেটাই আসল বিষয়।

[illegible]
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর